ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রণবীর সিং ও আলিয়ার 'চুম্বন' দৃশ্য দেখে রণবীর কাপুরের কড়া প্রতিক্রিয়া!

পৃঃ ৫

সেমিফাইনালের চার দলের একটি হবে পাকিস্তান: সৌরভ গাঙ্গুলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৪ ● কলকাতা ● ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৪ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

অনাস্থা বিতর্কে 'পঞ্চায়েত সন্ত্রাস'কে

হাতিয়ার করবে বিজেপি! বক্তা তালিকায় দিলীপ-লকেট

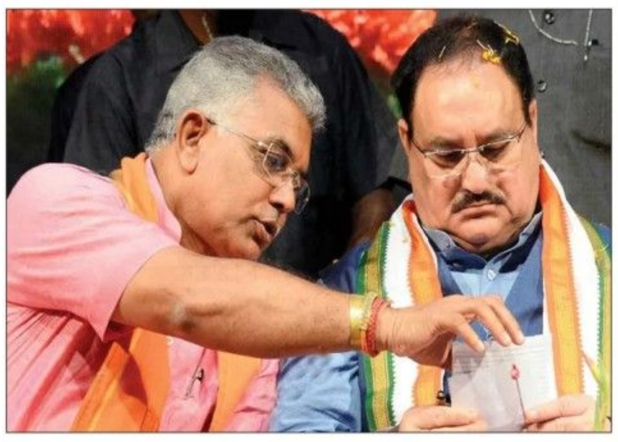

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় 'টার্গেট বেঙ্গল' কৌশল নিল বঙ্গের গেরুয়া ব্রিগেড। আলোচনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে আনার সিদ্ধান্ত বাংলার বিজেপি সাংসদদের। ১৭ ঘণ্টার আলোচনায় বাংলা থেকে খুব বেশি তিন অথবা চারজন সাংসদ বলার সুযোগ পাবেন।জোর দেওয়া হচ্ছে বক্তা তালিকা তৈরির ক্ষেত্রেও। চলতি সপ্তাহেই বাংলার বক্তাদের তালিকা প্রস্তুত করে সংসদের চিফ হুইপের কাছে জমা দেওয়া হবে বলে জানান এক সাংসদ। অন্যদিকে, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার জবাবও দেবেন বাংলার সাংসদরা। আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে রাজ্যের তরফে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, ১০ বছর আগে ইউপিএ সরকারের সময় বাংলা কতো টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে পেত আর এখন কতে পাচ্ছে তা শ্বেতপত্র হিসাবে প্রকাশ করলেই সত্য সামনে চলে আসবে।কারা বলবেন তা এখনও চূড়ান্ত না হলেও দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র খাঁ ও খগেন মুর্মুদের মতো সুবক্তাদের কথা ভেবে রেখেছে গেরুয়া শিবির।

এরপর ৩ পাতায়

নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় ইডি-র চার্জশিটে

এই প্রথমবার অভিষেকের নাম!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক বছরের বেশি সময় থেকে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে তোলপাড় বাংলা। শিক্ষক কেলেঙ্কারির অভিযোগে জেলবন্দি রয়েছেন কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র । এই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি ইডি-র। অন্যদিকে, গোয়েন্দাদের মতে নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম মুখ্য চরিত্র এই কালীঘাটের কাকু। আর তিনিই নাকি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা মানিক ভট্টাচার্যের কাছে পৌঁছে দিতেন। শুক্রবারই কাকুর বিরুদ্ধে পেশ করা চার্জশিটে উল্লেখ ইডির। তবে ঠিক কী ধরনের বার্তা নিয়ে যেতেন সুজয় তা নিয়ে স্পষ্ট মতো কিছু বলা হয়নি।

এখানেই শেষ নয়! চার্জশিটে গোয়েন্দা সংস্থার অভিযোগ, খাস কালীঘাটে একেবারে তৃণমূলের দলীয় পার্টি অফিসে বসে চাকরি বিক্রির আখড়া বসাতেন সুজয়কৃষ্ণ। কালীঘাট বলতেই সকলের মাথায় আসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়া! ইডির দাবি মমতার পাড়াতে বসেই অবাধ ভাবে চাকরি বিক্রি চালাতেন সুজয়কৃষ্ণ। শুক্রবার পেশ করা চার্জশিটে ইডির আরও দাবি, তৃণমূল অফিসে বসেই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন সুজয়। চলত চাকরি বিক্রির মিটিং।১২৬ পাতার চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

অন্যদিকে ওই চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে অভিষেকের নামও। ইডির চার্জশিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ করে চার্জশিটের ২২ নম্বর পাতায় কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই কালীঘাটের কাকু।

নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় চার্জশিটে, প্রথমবার অভিষেক

এরপর ৩ পাতায়

ফুরফুরার উন্নয়নে নজর নবান্নের,

বরাদ্দ হল ৫৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হুগলির ফুরফুরা শরিফের উন্নয়নকল্পে সাড়ে ৫৮ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, ফুরফুরার উন্নয়নে মোট ৬২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৯২ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে ওই অর্থ খরচ করা হবে। হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে ফুরফুরার প্রভাব রয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। লোকসভা ভোটের আগে ফুরফুরা 'গুরুত্বপূর্ণ' হয়ে উঠবে নানা অঙ্কে। সে দিক থেকে ফুরফুরার উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের কথা বিধানসভায় মন্ত্রীর জানানোও 'তাতপর্যপূর্ণ'।বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধিবেশনে ফিরহাদ এ কথা বলার পর ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা তথা ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি প্রশ্ন তোলেন, ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের অফিস কোথায়? জবাবে ফিরহাদ বলেন, "এখনও কোনও অফিস আমরা পাইনি। ওখানে একটা পরিত্যক্ত জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই অফিস হবে। ফুরফুরা শরিফের গেটের পাশে যে জমি রয়েছে সেখানেই অফিস, মুসাফিরখানা হবে। আপাতত শ্রীরামপুরে মহকুমা শাসকের

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
4. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094

সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

কয়েকমাসের মধ্যেই খুলবে
দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দরজা

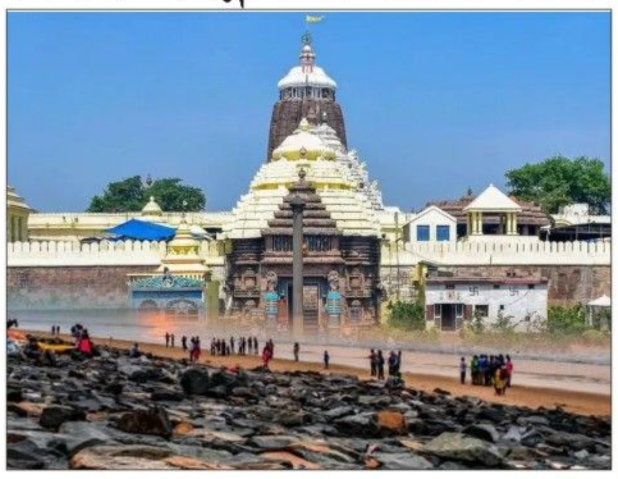

কলকাতা, ৩ অগস্ট: নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় অস্ত্র হতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির ।লোকসভা নির্বাচনের আগেই অযোধ্যায় খুলে যেতে পারে রাম মন্দির । সম্ভবত আগামী বছরের শুরুতেই মন্দিরে রামলালার মূর্তি স্থাপন করা হবে । ফলে ভোটের আগে বিজেপি এই মন্দির তৈরির সাফল্যের লাভ ঘরে তুলতে চাইবে । সেই প্রচারকে পালটা জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকবে তৃণমূলের কাছেও যদি তারা ভোটের আগেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দরজা দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দিতে পারে ।রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বৃহস্পতিবার বিধানসভায় যা বলেছেন, তা থেকে এমনটাই মনে করা হচ্ছে । কারণ, তিনি জানিয়েছেন যে চলতি বছরের শেষে বা আগামী বছরের শুরুতে এই গুরুত্বপূর্ণ মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হতে চলেছে ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর প্রশ্ন তোলেন, "দিঘায় জগন্নাথের মন্দির তৈরি করতে কত খরচ করা হচ্ছে ? কবেই বা সেই মন্দিরের উদ্বোধন হবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "দিঘার জগন্নাথ মন্দির তৈরিতে ১৪৩ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে । সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরের শেষে বা আগামী বছরের শুরুতেই এই মন্দির সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে ।"উল্লেখ্য, দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের ডিভোশনাল সার্কিট ট্যুরিজমের ভাবনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে । যেভাবে শ্রীক্ষেত্র পুরীকে কেন্দ্র করে সার্কিট ট্যুরিজম ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে, রাজ্য সরকার চায় একইভাবে দিঘাতেও তেমনটাই হোক । ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার । সেই মতো নিউ দিঘা স্টেশনের কাছে ভগীব্রহ্মপুর মৌজার উপর তৈরি করা হচ্ছে এই মন্দিরটি ।

রাজস্থানের বংশী পাহাড়পুরের বেলেপাথর তৈরি হচ্ছে এই মন্দির । বাইরে থেকে দেখতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোই হবে । এর উচ্চতাও পুরীর মন্দিরের মতো ৬৫ মিটার হতে চলেছে । এই মন্দির রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে হিডকো বা হাউসিং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন । এ দিন ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে আগের থেকে এই মন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়েছে সরকার ।

পশ্চিমবঙ্গে অ্যাসিডিটির প্রকোপ ৩১%-এর বেশি,
বিশেষজ্ঞরা নিরাপদ সমাধান উন্মোচন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্যাস্ট্রো-ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ , সবচেয়ে প্রচলিত অ্যাসিডিটি-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মধ্যে একটি, পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতাল,নিউ দিল্লির মেডিসিন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণা সমীক্ষা অনুসারে এবং ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ ইন মেডিক্যাল সায়েন্সে প্রকাশিত হয়েছে, এই অবস্থা রাজ্যের বয়স গোষ্ঠীর জনসংখ্যার ৩১% এরও বেশি প্রভাবিত করে।

কলকাতায় মিডিয়া সচেতনতা কর্মশালার সময় হিল ফাউন্ডেশন দ্বারা আয়োজিত "অম্লতা - করোড়োঁ লোগোঁ কি সমস্যা কা নিরাপদ সমাধান" বিষয়ে ডাঃ(প্রফেসর) অরূপ দাস বিশ্বাস এবং ডাঃ (প্রফেসর)অপূর্ব কুমার মুখার্জি এর কারণ,স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এবং নিরাপদ উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ অরূপ দাস বিশ্বাস,প্রাক্তন ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাসকুলার সায়েন্সেস, ইনস্টিটিউট অফ স্নাতকোত্তর মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ এবং এস.এস.কে.এম (পিজি) হাসপাতাল,কলকাতা আকর্ষণীয় আঞ্চলিক তথ্য প্রকাশ যে"পশ্চিমবঙ্গে জিইআরডি এবং অ্যাসিডিটি-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রকোপ ব্যাপক। প্রতি তিনজন বাসিন্দার একজন এই রোগে আক্রান্ত। অ্যাসিডিটি-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির উচ্চ ঘনত্বের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে রয়েছে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে এই অঞ্চলটি এই অবস্থার সহজাত সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে মনে হয়,যার ফলে একটি অনিরাপদ সংমিশ্রণ হয়।ডাঃ দাস বিশ্বাস আরও জোর দিয়েছিলেন, "অম্লতা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা উচিত। ওষুধগুলি সাবধানে নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,কারণ তাদের মধ্যে কিছু পাকস্থলীতে অত্যাবশ্যক অ্যাসিড উতপাদনকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করতে পারে, সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। অ্যাসিডিটি-সম্পর্কিত ব্যধিগুলির জন্য, ডাক্তাররা ওষুধগুলি লিখে দিতে পারেন যা অতিরিক্ত অ্যাসিড উৎপাদনকে দমন করে, যেমন র‍্যানিটিডিন,চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত একটি বিশ্বস্ত ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধ।

১৯৮১সালে প্রবর্তিত, রেনিটিডিন অ্যাসিডিটি-সম্পর্কিত অবস্থার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ওষুধগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে, যা ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ রোগীকে উপকৃত করেছে।সুষম অ্যাসিডের মাত্রার তাৎপর্য তুলে ধরে ডাঃ(প্রফেসর) অপূর্ব কুমার মুখার্জি বলেছেন"সঠিক খাদ্য হজমের জন্য সর্বোত্তম পাকস্থলীর অ্যাসিড অপরিহার্য। তবে, হাইপার অ্যাসিডিটি হজম এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে, মাছের অত্যধিক ব্যবহার, ভাজা । মশলাদার খাবার,চা, কফি,কার্বনেটেড পানীয় এবং অ্যালকোহল প্রায়শই অ্যাসিডিটি সংক্রান্ত সমস্যার দিকে পরিচালিত করে।"

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ডুলুং নদীতে জল বাড়ায়
জলের তলায় গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের গোয়ালমারা এলাকা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : ঝাড়গ্রামের রোহিনী কিংবা বেলিয়াবেড়া যাওয়ার এখন একমাত্র পথ এই বড়ামারা সেতু। কিন্তু গত দুদিন ধরে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ডুলুং নদীতে জল বাড়ায় জলের তলায় গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের গোয়ালমারা এলাকার বড়মারা কজওয়ে সেতুটি। যার ফলে প্রায় বেলিয়াবেড়া ও ঝাড়গ্রাম শহরের যাওয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পাশাপাশি প্রায় ১০ থেকে ১৫ টি গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা এই সেতু। কিন্তু ডুলুং নদীতে জল বাড়ার কারণে এই সেতুর উপর দিয়ে জল যাওয়ার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে যানবাহন চলাচল খুব আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে চলছে। যে কোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া কিংবা সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনী, রগড়া থেকে ঝাড়গ্রাম শহরে যাওয়ার জন্য এই সেতুর উপর দিয়েই পারাপার করতে হয়। সমস্ত জরুরী পরিষেবার জন্য ঝাড়গ্রাম শহরকে আসতে হয় সাধারণ মানুষকে। ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত তিন থেকে চার বছর আগে ওই রাস্তার উপরে একটা সেতু ছিল কিন্তু সেতুর একাংশ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে বিকল্প এই ডুলুং নদীর উপরে কজওয়ে বানানো হয়। কিন্তু এতেও বিপত্তি। একটু বৃষ্টি হলেই জল ওই বিকল্প কজওয়ের উপর দিয়ে পারাপার করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বহু গ্রামের। তবে স্থানীয়রা ভেঙ্গে যাওয়া সেতুটি মেরামত করে পুনরায় ঠিক করে তোলার আবেদন জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। কারণ প্রত্যেক বছরই বৃষ্টি হলেই ডুলুং নদীতে জল বাড়লে পারাপার বন্ধ হয়ে যায় কজওয়ের উপর দিয়ে। গতকাল থেকে ডুলুং নদীতে জল বাড়ায় ঝাড়গ্রাম থেকে জামবনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বৃহস্পতিবার ডুলুং নদীতে আরো জল বাড়ছে। এখনো জল নামেনি ঝাড়গ্রামের চিল্কিগড় ডুলুং নদীতে। বুধবার দুপুর এবং রাতে ঝাড়খণ্ডের গালুডি থেকে দু'দফায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার কিউসেক জল ছাড়ায় নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর ব্লকের সুবর্ণরেখা নদীতে বাড়ল জলস্তর। টানা বৃষ্টিতে ভেঙে গেল সুবর্ণরেখার উপর তিনটি ব্রিজ। ফলে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের একাধিক গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। সুবর্ণরেখার জলের তোড়ে গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক এবং গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের মহাপাল থেকে জগন্নাথপুর, আসনবনি থেকে জানাঘাটি এবং শ্যামসুন্দরপুর থেকে চোরচিতার ফেয়ারওয়েদার ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে। যার ফলে আলমপুর, পিড়াশিমূল, টোপগেড়িয়া, জগন্নাথপুর, কুড়িচামঠ, বাকড়া, তেঁতুলিয়া, মহাপাল, জাহানপুর, আকনা, মালঞ্চা, জানাঘাটি, করতনালা, চোরচিতা, শ্যামসুন্দরপুর, হাতিবাড়ি গ্রামের মানুষজন সমস্যায় পড়েছেন।

সাঁকরাইলের বিডিও রোহন ঘোষ বলেন, প্রশাসনের তরফে শুরু হয়েছে নজরদারি। নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে মাইকে সতর্ক করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে নদীতে মতস্যজীবীদের মাছ ধরা বা স্নান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ফেয়ারওয়েদার ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় কিছু এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। জল বেড়েছে ঠিক কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

৫ ফুটের বিষধর চন্দ্রবোড়া উদ্ধার

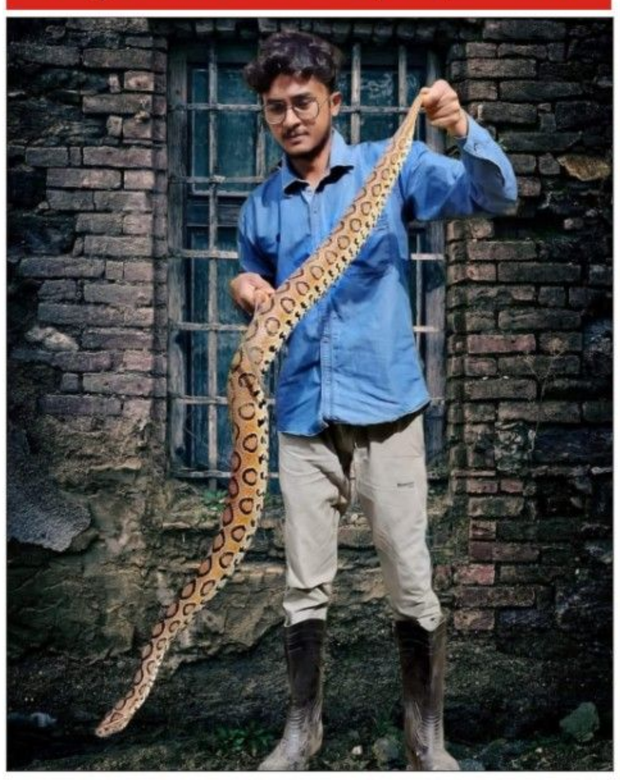

অভিজিৎ হাজরা, বাগনান, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : বর্ষা শুরু হতেই গ্রাম বাংলায় লোকালয়ে দেখা মিলছে বিষধর সাপেদের।

গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বাগনান থানার অদূরে ধরা পড়ল বিশালাকার একটি চন্দ্রবোড়া । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাগনান থানার অদূরে বাগনান বাস স্ট্যান্ডের পিছনে মুরালীবাড় গ্রামের বাসিন্দা দেবাশীষ মান্না বাড়ির লাগোয়া তার নিজের বাগান জাল দিয়ে চারিদিক ঘিরে রেখেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাওয়ায় সেই আওয়াজের উৎস খুঁজতে খুঁজতে দেবাশীষ মান্নার বাড়ির লাগোয়া বাগানের কাছে এসে দেখেন, বাগানের জালে একটি বিশালাকার সাপ আটকে পড়েছে। তারই ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সাপটিকে দেখে এলাকাবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

হরিশ্চন্দ্রপুরে নবনির্মিত নাকা পয়েন্ট এর
উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার দিন দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত চাঁচল হরিশ্চন্দ্রপুর গামী ৮১ নং জাতীয় সড়কের বটতলা মোড়ে নাকা পয়েন্ট এর উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। এছাড়া থানা চত্বরের মূল ফটকের পাশে একটি গার্ড রুম, মহিলাদের বসার জন্য একটি গোল ঘর এবং কুশিদা, তুলশিহাটা ,ভালুকা সহ একাধিক এলাকায় মোট ৩০ টি সিসিটিভি ক্যামেরার উদ্বোধন করেন।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব ,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ,চাচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভেন্দু মন্ডল ,হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গাজমের সহ বিশিষ্ট জনেরা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলিব্রিটিদের সম্মানিত করা হবে: প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : অল ইন্ডিয়া মানব সমাজ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে, স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে, এই মাসের শেষের দিকে এখানে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করা হবে।

এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতি বছর দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের "দেশরত্ন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি সম্মান" দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের সভাপতি হীরা লাল প্রধান আরও কয়েকটি এলাকার কথা উল্লেখ করেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় ইডি-র চার্জশিটে এই প্রথমবার অভিষেকের নাম!

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে ইডির দাবি, যুব তৃণমূলের ততকালীন সভাপতি অভিষেকের সমস্ত আর্থিক বিষয় দেখাশোনা করতেন এই কালীঘাটের কাকুই। চার্জশিটের ২২ নম্বর পাতায় রয়েছে অভিষেকের নাম। চার্জশিটে একাধিক তোলপাড় করা দাবি তদন্তকারীদের। কালীঘাটের কাকুর সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্ক, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি এস ডি কনসালটেন্সির যোগ এই সবের উল্লেখ রয়েছে চার্জশিটে। অন্যদিকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিস থেকেই এস ডি কনসালটেন্সির কাজকর্ম পরিচালনা করার পাশাপাশি তার বিনিময়ে বিপুল অংকের টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে গেছে বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি ইডির। অন্যদিকে, ১২৬ পাতার চার্জশিটের ২৬ নং পাতায়, সুজয়কৃষ্ণের বয়ানেরও কিছু অংশ তুলে ধরেছে ইডি। কালীঘাটের কাকু জানিয়েছেন, তিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের একজন কর্মী ছিলেন। চার্জশিটে এমনটাই দাবি ইডির।

১-ম পাতার পর

ফুরফুরার উন্নয়নে নজর নবান্নের, বরাদ্দ হল ৫৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা

অফিস থেকে কাজ চলবে।"
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মালম্বীদের কাছে ফুরফুরা পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানকার পিরজাদা তথা হুজুরদের ঘিরে আবেগও তেমনই। সারা বছর রাজনীতিকদেরও যাতায়াত লেগে থাকে হুগলির জাঙ্গিপাড়া ব্লকের এই জনপদে। অনেকেই মনে করেন, বিভিন্ন দলের রাজনীতিকদের ফুরফুরায় যাওয়ার পিছনে সংখ্যালঘু ভোটের অঙ্ক থাকে। বামজমানা থেকেই তা চলে আসছে। একটা সময়ে হুগলির প্রয়াত সিপিএম নেতা সুনীল সরকার দলের তরফে ফুরফুরার সঙ্গে 'সমন্বয়' রাখতেন। ২০০৮ সাল থেকে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। ফুরফুরার পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির সঙ্গে তৃণমূলের ততকালীন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠতা রাজ্য রাজনীতিতে সুবিদিত ছিল। সেই সময়ে ঔপচারিকতা সারতে অন্য দলের নেতারা গেলেও ফুরফুরা কার্যত তৃণমূলের হয়ে গিয়েছিল বলেই জানতেন রাজনীতির কারবারিরা। ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়। তার চেয়ারম্যান করা হয় ফিরহাদকে। সেটাই চলছিল। ত্বহা মাঝেমাঝে 'বিদ্রোহী' হতেন। আবার চুপও করে যেতেন। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস আগে থেকে সেই সমীকরণে কিছুটা বদল আসে। অনেকের মতে, তৃণমূল খানিকটা বিপাকে পড়েছিল আব্বাস সিদ্দিকি এবং নওশাদের আগমনে। ভাঙড়ে নওশাদের জয় পরিস্থিতি আরও খানিকটা ঘোরালো করেছিল। অনেকের অভিমত, সেই কারণেই একদা নওশাদদের কথা বলতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নেতা তথা সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসির উদাহরণ টেনেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সাগরদিঘি উপনির্বাচনের পরে ফুরফুরা শরিফের উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বদল করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। ফিরহাদকে সরিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয় সপ্তগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তকে। মমতাই সরকারে এসে ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করেছিলেন। যেমন করেছেন তারকেশ্বরের ক্ষেত্রেও। অনেকের মতে, অতীতেও ফুরফুরা শরিফে হুজুরদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ছিল। ত্বহার উল্টো সুরে চিরকাল কথা বলে এসেছেন ইব্রাহিম সিদ্দিকি। কিন্তু সেই বিভাজন শাসকদলকে কখনও 'বিড়ম্বিত' করেনি। নওশাদদের 'উত্থানে' সেই বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছে।

১-ম পাতার পর

অনাস্থা বিতর্কে 'পঞ্চায়েত সন্ত্রাস'কে হাতিয়ার করবে বিজেপি! বক্তা তালিকায় দিলীপ-লকেট

বঙ্গ ব্রিগেডের নেতা মালদহ দক্ষিণের সাংসদ খগেন মুর্মুদের নাম প্রস্তাবের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও বক্তা তালিকা তৈরি হয়নি বলে জানান তিনি। রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে কথা বলে তালিকা জমা দেবেন বলে জানান তিনি। আগামী ৮ ও ৯ আগস্ট সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে। ১০ আগস্ট জবাবি ভাষন দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কিন্তু বাংলা থেকে বিজেপি সাংসদদের কারা বলবেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারকে নিশানা করার পরিকল্পনা করেছে বঙ্গের গেরুয়া সাংসদরা। তাঁদের হাতিয়ার বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন কমিশন ও বিজেপির পাঠানো তথ্য অনুসন্ধান দলের রিপোর্ট। এছাড়া আদালতে মামলা ও বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকে একের পর এক ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরার কৌশল নিয়েছে বঙ্গের সাংসদরা।
কীভাবে প্রশাসনের একাংশ শাসকদলের হয়ে কাজ করছে সেই প্রসঙ্গও আলোচনায় তুলে ধরার কৌশল নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে মণিপুরের পালটা মালদহের ঘটনাও তুলে ধরতে বক্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান এক সাংসদ। সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে ৩৫৫ ধারা জারির দাবি করা যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা করছেন বাংলার সাংসদরা। জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ও বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) অবধারিতভাবে বাংলার প্রসঙ্গ টানবেন। তাঁদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে বাংলার একের পর এক ঘটনা তথ্য সহকারে তুলে ধরতে বঙ্গ শিবিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সর্ববারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার (JP Nadda) কাছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের পেশ করা তথ্য অনুসন্ধান দলের রিপোর্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাঁরা। সেখান থেকে তথ্য অনুসন্ধান দলের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরবেন বাংলার বক্তারা।

ডাকনাম 'প্লাস্টিক চাল'! খেলে ক্ষতি হবে না তো?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশনে দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিক চাল!', বিধানসভার বৈঠকে আবারও উঠেছে 'প্লাস্টিক চালে'র প্রসঙ্গ। আর সেই প্রসঙ্গ তুলেছেন খোদ বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে রেশনের চাল তো বটেই, এমনকি, মিড ডে মিলে-ও যার ব্যবহার নিয়ে জোড়াল সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য এই 'ফর্টিফায়েড রাইস' বা চলতি ভাষায় 'প্লাস্টিকের চাল'কে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছে না। তাঁদের মতে, এই চাল নিয়মিত খেলে শরীরে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই চালে আলাদা করে যোগ করা হয় আয়রন, যা মানব শরীরের রক্তরসে ফেরিটিনের পরিমাণ বাড়ায়। এর ফলে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগে দ্রুত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।বৃহস্পতিবার অবশ্য বিধানসভায় রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, এটি 'প্লাস্টিক চাল' নয়, একে বলা উচিত 'ফর্টিফায়েড রাইস'।কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এর আগেও জানানো হয়েছে, ফর্টিফায়েড চাল শরীরের পক্ষে সুরক্ষিত। তিনটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আয়রন, ফলিক, ভিটামিন বি ১২ সম্পন্ন ফর্টিফায়েড চাল সরকারি স্কিমের আওতায় সরবরাহ করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে আয়রন বা অন্যান্য খনিজের ঘাটতি মেটাতে সুষম ব্যালান্সড ডায়েটই শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য আমাদের শরীরের বিভিন্ন চাহিদা মেটায়। সেগুলিতে মনোযোগ দিলেই সুস্থ থাকতে পারে মানুষ। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল 'ফর্টিফায়েড রাইস' সরবরাহে অনুমোদন দেয় নরেন্দ্র মোদির সরকার। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ভারতের সমস্ত স্কুলের মিড ডে মিলে এই 'ফর্টিফায়েড রাইস' ব্যবহার করার লক্ষ্যমাত্রার কথা জানিয়ে ছিলেন তিনি। যদিও মোদি সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেসকে। কিন্তু, আসলে কী এই 'ফর্টিফায়েড রাইস'? কী ভাবেই বাতা তৈরি হয়।ফর্টিফিকেশন স্কিম' অনুযায়ী প্রথমে ভাঙা চালকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর তাতে মেশানো হয় ভিটামিন বি১২ এবং মিনারেলস। তারপর মেশিনের সাহায্যে সেই চালের গুঁড়ির মিশ্রণকে চালের আকার দেওয়া হয়। তারপর..এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি 'ফর্টিফায়েড রাইস' তারপর সাধারণ চালের সঙ্গে ১:১০০ অনুপাতে মিশিয়ে সরবরাহ করা হয়। এর ফলে কেজি প্রতি চালের দাম প্রায় ৫০ পয়সা করে কম পড়ে।

র মতে, সারা বিশ্বেই বর্তমানে এই ধরনের চাল ব্যবহার হচ্ছে। এই চালে অতিরিক্ত আয়রন এবং অন্যান্য খনিজ থাকায় তা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়, অ্যানিমিয়া রোধে সহায়ক। কিন্তু, এই কৃত্রিম চাল নিয়ে কি গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদেরও একই মতামত?

চড়ায় আটকে পড়া বিদেশী জাহাজকে পুনরায় জলে ভাসিয়ে নিরাপদে নেতাজী সুভাষ ডকে নিয়ে আসা হল

কলকাতা, ৩আগস্ট,২০২৩: নিউজ সারাদিন : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, চড়ায় আটকে পড়া মালয়েশিয়ার পতাকাবাহী এমটিটি সিঙ্গাপুর নামের পণ্যবাহী জাহাজটিকে নিরাপদে নেতাজী সুভাষ ডকে নিয়ে আসা হয়েছে। গতকাল সকাল ১১টা ২৫ মিনিট নাগাদ হাওড়ার গড়চুমুকের কাছে পুকুরিয়া পয়েন্টে (৫৮ গেটের ১০০ মিটার নীচে) স্টিয়ারিং-এর গোলযোগের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীর পাড়ে ধাক্কা মারে ঐ বিদেশী জাহাজটি। জাহাজটি ৩৩৮টি কন্টেনার নিয়ে ক্লাং বন্দর থেকে কলকাতার নেতাজী সুভাষ ডাকের দিকে আসছিল। জোয়ারে জল বাড়তে থাকায় আজ ভোররাতে জাহাজটিকে জলে ভাসিয়ে নেতাজী সুভাষ ডকে নিয়ে আসা হয়েছে নিরাপদে। জাহাজের মাস্টার এডুইন ডিন রামাস ফিলিপিন্সের নাগরিক। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও ২০ জন নাবিক। তাঁরা ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়ার নাগরিক। সকলেই নিরাপদে আছেন। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের পাইলটকে সেখানে পাঠানো হয়। এছাড়াও কলকাতা ও হলদিয়া থেকে দড়ি পাঠানো হয়। দড়ি দিয়ে টেনে জাহাজটিকে গভীর জলে ফের নামানো হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে জাহাজ থেকে কোন তেল চুঁইয়ে পড়ার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়নি।

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের জন্য প্রবেশ সংরক্ষিত থাকবে

নয়াদিল্লি, ০৩অগাস্ট, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : উদ্যান উৎসব ২-এর আওতায় অমৃত উদ্যান ১৬ অগাস্ট, ২০২৩ তারিখ থেকে (সোমবার ব্যতীত) জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষ এক মাস এই উদ্যানে প্রবেশ করতে পারবেন। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর অমৃত উদ্যানে প্রবেশ করতে পারবেন কেবলমাত্র শিক্ষকরাই। উদ্যান উৎসব ২-এর লক্ষ্য দর্শনার্থীদের সামনে গ্রীষ্মকালীন ফুলের বাহার তুলে ধরা। দর্শনার্থীরা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই বাগান ঘুরে দেখতে পারবেন (প্রবেশের শেষ সময় বিকেল ৪টে)। নর্থ এভিনিউ-এর কাছে রাষ্ট্রপতি ভবনের ৩৫ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। ৭ অগাস্ট, ২০২৩ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের ওয়েবসাইট https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in থেকে অনলাইনে টিকিট বুক করা যাবে। এছাড়াও, ৩৫ নম্বর গেটের কাছে কিয়স্ক থেকে দর্শনার্থীরা নিজেরাই তাঁদের টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। অমৃত উদ্যানে বিনামূল্যে প্রবেশ করা যাবে। অমৃত উদ্যান, উদ্যান উৎসব ১-এর সময় ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই সময় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এই উদ্যান ঘুরে দেখেন। অমৃত উদ্যানের পাশাপাশি দর্শনার্থীরা অনলাইনে নির্দিষ্ট সময় স্থির করে রাষ্ট্রপতি ভবনের সংগ্রহশালাও ঘুরে দেখতে পারবেন। https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in-এই ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহশালার টিকিট পাওয়া যাবে। সরকারি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী উদ্যান উৎসব ২ চলাকালীন বিনামূল্যে এই সংগ্রহশালা ঘুরে দেখতে পারবে।

ড্রোন প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিসিএ ৬৩টি রিমোট পাইলট প্রশিক্ষণ সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ২০২৩-এর ২৫ জুলাই পর্যন্ত দেশে ডিজিসিএ অনুমোদিত রিমোট পাইলট ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (আরপিটিও)-এর সংখ্যা ৬৩। ডিজিসিএ মধ্যপ্রদেশের নিম্নলিখিত তিনটি আরপিটিও-র অনুমোদন দিয়েছে -

১) ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি, গোয়ালিয়র

২) আল্টিমেট এনার্জি রিসোর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভোপাল

৩) ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি, ভোপাল

সরকার ড্রোন এবং ড্রোনের উপকরণ ভারতে উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে যাতে স্বনির্ভর এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতামুখী হওয়া যায়। সেজন্য সরকার প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনিটভ (পিএলআই) কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ড্রোন এবং ড্রোনের উপকরণের জন্য। ড্রোনের আমদানি নীতি বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে ২০২২-এর ৯ ফেব্রুয়ারি যার দ্বারা বিদেশি ড্রোন আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ড্রোন বিধির উদারীকরণ করা হয়েছে ড্রোনের বহুল ব্যবহারের জন্য। ২০২১-এর ড্রোন বিধি উদারীকরণ এবং পিএলআই কর্মসূচির দরুণ ড্রোন আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং ড্রোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় ড্রোন শিল্পের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ড্রোন বিধি, ২০২১-এর বিজ্ঞপ্তি জারি থেকে দেশে ড্রোনের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিসিএ ৬৩টি আরপিটিও-কে অনুমোদন দিয়েছে। এ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলি ৫,৫০০-র বেশি রিমোট পাইলট সার্টিফিকেট (আরপিসি) প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত ১০,০১০টি ড্রোনকে দেওয়া হয়েছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ইউআইএন)। ডিজিসিএ এখনও পর্যন্ত ভারতে ড্রোন উৎপাদনের জন্য ২৫ ধরনের শংসাপত্র দিয়েছে। আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (ডঃ) ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত)।

২ পাতার পর

৫ ফুটের বিষধর চন্দ্রবোড়া উদ্ধার

পড়েন। প্রায় ৫ ফুটের বেশি লম্বা এবং স্থুলকার শরীরের চন্দ্রবোড়া এযাবৎকাল এলাকায় কখনো দেখা যায়নি বলে এলাকাবাসীরা দাবি করেন। সাপটিকে দেখে এলাকাবাসীর কয়েকজন মারতে উদ্যত হন। বাড়ি ও ওই বাগানের মালিক দেবাশীষ মান্না এবং এলাকাবাসীদের কয়েকজন সাপটিকে না মেরে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যোগাযোগ করেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের স্থানীয় সদস্য ও কর্মী চিত্রক প্রামাণিক এর সঙ্গে।

চিত্রক প্রামাণিক এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই পরিবেশ মঞ্চের আরও এক সদস্য ও কর্মী সুমন্ত দাস এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থলে যান।চিত্রক ও সুমন্ত দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সাপটিকে উদ্ধার করে।তবে সাপটিকে উদ্ধার কাজের সময় সাপটি যাতে কোন রকম আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রেখে চিত্রক ও সুমন্ত সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। তাঁরা ও স্বীকার করেন,এতবড় পূর্ণ বয়স্ক চন্দ্রবোড়া সাপ সচারচ এলাকায় দেখা যায় না।চিত্রক ও সুমন্ত বলেন, আমাদের এতদিনের জীবনে এত বড়ো চন্দ্রবোড়া (RUSSELL 'S VIPER) দেখি নি। তাঁরা বলেন,বর্ষায় চারিদিক ডুবে যাওয়ার কারণে সাপটি সম্ভবত তাঁর পুরানো আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে অন্য আস্তানা খোঁজার সময় আস্তে গিয়ে দেবাশীষ বাবুর বাগানে ঘিরে রাখা জালে আটকে গিয়েছিল। কোনো ব্যক্তি সাপটির সংস্পর্শে আসলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারতো। তবে সময়মতো সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করায় সেটি এযাত্রায় প্রাণে বাঁচলো। পরিবেশ মঞ্চের কর্মী চিত্রক ও সুমন্ত বলেন,সাপ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।একে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বর্তমানে মানুষ বন্যপ্রাণী,পশু, পাখি উদ্ধার ও বাঁচানোর জন্য যে সচেতন হচ্ছে এটাই খুশির খবর।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২১৪ সংখ্যা ০৪ আগস্ট, ২০২৩ শুক্রবার ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কয়লা খনি নিলাম থেকে অগ্রিম পাওয়া ৭০৪ কোটি টাকা রাজ্য সরকারগুলিকে দিয়েছে কয়লা মন্ত্রক

কয়লা মন্ত্রক কয়লা খনি নিলাম থেকে অগ্রিম হিসেবে পাওয়া ৭০৪ কোটি টাকা দিয়েছে ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ-এই ছয়টি রাজ্যকে যাদের কয়লার ভাণ্ডার আছে। এই আর্থিক হস্তান্তর রাজ্যগুলির উন্নয়নে এবং ক্ষমতায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

১৮টি কয়লা খনি সফলভাবে নিলাম করা হয়েছে বাণিজ্যিক কয়লা খনি নিলামের ষষ্ঠ দফায় এবং পঞ্চম দফার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। এর থেকে অগ্রিম হিসেবে পাওয়া গেছে ৭০৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

কোল মাইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন এগ্রিমেন্ট (সিএমডিপিএ) সংস্কারের ফলেই এই উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে। সিএমডিপিএ সূত্র অনুসারে সফল বিডাররা কয়লা মন্ত্রককে অগ্রিম হিসেবে প্রথম কিস্তিটি জমা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য, বাকি তিনটি কিস্তি বিডাররা সরাসরি প্রদান করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে। ফলে রাজ্যগুলির উন্নয়নে তাদের অবদান আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রদত্ত এই অর্থ রাজ্য সরকারগুলি ব্যবহার করবে তাদের অঞ্চলের উন্নয়নে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার সুবিধা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগে সমর্থ হবে রাজ্য সরকারগুলি। ফলে, স্থানীয় বাসিন্দাদের উন্নতি হবে এবং সার্বিক উন্নয়নও ঘটবে।

বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্য সরকারগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব পাচ্ছে কয়লাক্ষেত্রগুলি থেকে। এছাড়াও, কয়লা খনিগুলি চালু হয়ে গেলে সেগুলি থেকে রয়্যালটি এবং মাসিক প্রিমিয়াম মিলবে যার থেকে সমৃদ্ধ হবে রাজ্যগুলি। এই খনিগুলি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যগুলি ব্যবহার করতে পারবে প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক কর্মসূচি, প্রান্তিক মানুষের উন্নতির জন্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সহায়তা করতে।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন: রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড-এর উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সমগ্র সমাজের দায়িত্ব, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষকে মর্যাদা দেওয়া। তাঁরা যাতে যথাযথ শিক্ষা, কাজের সুযোগ পান, সহজে প্রকাশ্য স্থানে যেতে পারেন এবং সুরক্ষিত ও সুন্দর জীবন পান, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রপতি দৃষ্টিহীন মানুষকে তাঁদের নিজেদের ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখার আবেদন জানান। তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে শারীরিক অক্ষমতাকে জ্ঞানার্জন এবং উৎকর্ষ অর্জনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা হয় না। তিনি ঋষি অষ্টাবক্র এবং মহান কবি সুরদাসের উদাহরণ দেন ও বলেন, “দৃষ্টির থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি।”

রাষ্ট্রপতি গত ৫০ বছর ধরে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জীবনের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড-এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ফেডারেশন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করায় সমাজ আরও বেশি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড সরকার এবং সমাজের সঙ্গে মিলে সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যাতে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

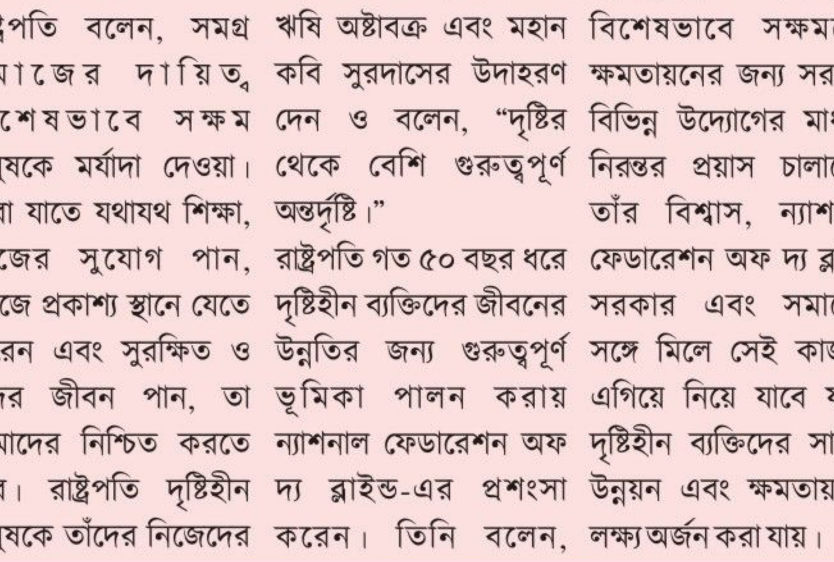

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঈশ্বর কি ! জানার একমাত্র উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

নিজের জীবন দিয়ে ,প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা ক্ষণে, প্রতিটা সেকেন্ডে যা অনুভূতি পেয়েছি ভগবান সম্পর্কে সেই কথাগুলো ঈশ্বরী কথা বইয়ের গবেষণামূলক তথ্য দিয়ে মানব সমাজের তুলে ধরছি। যা প্রতিটি মানুষের চলার পথে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় ভগবান বাই ঈশ্বরের আরাধনার মুহূর্তগুলো। ভক্তিভরে ভগবান কে ডাকলে ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেয়, এ কথাটা সত্যি এবং চিরন্তন হতে চলেছে। যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি এবং প্রতিটা পদক্ষেপে ছায়া ঘটে চলেছে একমাত্র তার ইশারায়, তিনি সর্বদায় সজাগ সজ্ঞানে এই ব্রহ্মাণ্ড টাকে পরিচালনা করছে। ঠিক যেমন একটি নৌকাকে মাঝি যেভাবে নৌকাকে পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডটাকে পরিচালনা করছে। আমরা নিমিত্র মানুষ আমাদের নাচে একুল, নাচ ওকুল সবকিছু শেষেই একবার ঈশ্বর কুলেই যেতেই হবে। তার জন্য বসে রয়েছে ধর্মরাজ যমকে নিয়ে, সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে এইহলোক থেকে পরলোকে নিয়ে যাবে সেই জন্য .তাই মানুষ বড় অসহায় জীব। সে বিপদ রাশি দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত। প্রতিক্ষণেই তাহার নানা বিপদ বিঘ্ন ও দুঃখ ঘটিতে পারে, মানুষের অজ্ঞাত সারেও বহু বিপদ ঘটে, এই অবস্থায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই মানবের একমাত্র উপায় ও রক্ষাকর্তা এবং অগতির গতিদায়ক। বিপদকালে যে ব্যক্তি অধীর না হয়ে ভগবানের উপর সম্যক নির্ভর করে ভগবান তাহার অন্তরে বিপদ উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে। আর সেই কারনে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? প্রত্যেকের মনেই কোন না কোন সময় একটি প্রশ্নটি জাগ্রত হয়। সকল সৃষ্ট বস্তুর একজন চালক থাকে। কে এই জগতের চালক? প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা মানব-মনের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। যিনি সর্বকার্যের আদি কারণ, মুনি-ঋষিরা তাঁর নাম দিয়েছেন ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নাম-রূপহীন। ঈশ্বরকে চিন্তা করার জন্য তাঁর গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁকে ভগবান, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ অসম্ভব, কারণ তিনি অজ্ঞেয়। প্রাচীনকালের সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যোগবলে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন এবং তা শিষ্যদের বলে গেছেন। এভাবেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারছি। আমরাও এখনো যদি মনে করি যোগ বা ধ্যান বলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হতেও পারি, ঈশ্বর পারেই একমাত্র জীব এবং জগতের কৃপা করতে , তিনি হচ্ছেন এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কৃপাময়ী। তার ইশারায় আমি কেন আপনিও পরিচালিত হচ্ছেন। আর তিনি তার পরিচালিত শক্তির দ্বারায় আমাকে দিয়ে ঈশ্বরী কথা বইটি আপনাদের কাছে পরিবেশন করাচ্ছে। এই বইটি যে সত্যিই আমি করতে পারব আগেও স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, সময় যখন হয়ে গেছে তিনি সত্যিই আমাকে দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নিলেন। ঈশ্বরী কথার মূল বিষয়বস্তু যে ঈশ্বর, মানবজাতির কাছে বলতে চাই। ঈশ্বর কি ?কেন আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী করি?ঈশ্বর আছে, না নেই ,এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে ঈশ্বর কি?

'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ কিভাবে এলো 'ঈশ' ধাতুর উত্তরে বরচ প্রত্যয় যোগে 'ঈশ্বর' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। 'ঈশ' ধাতুর অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রভু। যিনি এই জীব-জগতের সকলের চেয়ে? শ্রেষ্ঠ বা যিনি সকলের প্রভু, তিনিই ঈশ্বর। আবার যাঁর অষ্টবিধ ঐশ্বর্য আছে, তিনিই ঈশ্বর। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য বলতে অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব বোঝায়। সূক্ষ্ম আকার ধারণ করার ক্ষমতাকে অণিমা, শরীরকে স্থুলাকার করার ক্ষমতাকে মহিমা, ইচ্ছা মত ভারী হওয়ার ক্ষমতাকে গরিমা, ইচ্ছা মত লঘু বা হালকা হওয়ার ক্ষমতাকে লঘিমা, সর্বত্র গমন করার ক্ষমতাকে প্রাপ্তি, নিজ ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতাকে প্রাকাম্য, প্রভুত্ব করার ক্ষমতাকে ঈশিত্ব এবং সকলকে বশ করার ক্ষমতাকে বশিত্ব বলে।

ভগবান কে? যাঁর ভগ (গুণ) আছে তিনিই ভগবান। ভগ বলতে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এই ছয়টি গুণকে বোঝায়। এবার ব্রহ্ম প্রসঙ্গে আসা যাক। 'বৃন্‌হ' ধাতু পূর্বক মন দ্বারা ব্রহ্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বৃন্‌হ' ধাতুর অর্থ বৃহৎ। যিনি বৃহৎ বা অসীম এবং সর্বব্যাপী আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার (যাঁর কোন আকার নেই), নিরঞ্জন (যাঁকে অঞ্জন বা চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না), নির্বেদ্য (যাঁকে জানা যায় না), অনন্ত (যাঁর আদি বা অমত্ব নেই), অসীম (যাঁর সীমা নেই), অজর (যাঁর জরতা নেই), অমর (যিনি মরেন না), অবিনশ্বর (যাঁর বিনাশ নেই), অখ- (যাঁকে খ- করা যায় না অর্থাৎ যিনি পূর্ণ), অপরিণামী (যার কোন পরিমান নেই), অবিকার (যাঁর বিকার নেই) এবং বিভু (যিনি শক্তিমান)। ব্রহ্মসূত্রে আছে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যা হতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, তিনি ব্রহ্ম। এখন প্রশ্ন হল, ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ হলে কিভাবে তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রন করেন? প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের দেহ ও ইন্দ্রিয় না থাকলেও তিনি নিষ্প্রাণ বা জর নয়। ব্রহ্ম চৈতন্যময় কারণ চৈতন্যময় না হলে তিনি পাপ-পূণ্যের বিচার করতে পারতেন না।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যাঁর জ্ঞান অপ্রতিহত, সমগ্র সৃষ্টি যাঁর জ্ঞাত, তপস্যা যার জ্ঞানময়, সেই ব্রহ্ম হতেই স্রষ্টা, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়। বেদে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বা ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়নি। বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, এক স্রষ্টা প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। তাঁরা স্রষ্টার সে রূপকে কখনও অগ্নি, কখনও ইন্দ্র, কখনও সূর্য নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি দেবতা পৃথক নয়। এক স্রষ্টাই অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

বেদে স্রষ্টাকে পুরুষ নামেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্তে বলা হয়েছে'সে পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ। তিনি সমগ্র ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করেও নাভির দশাঙ্গুল উর্ধে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজিত আছেন'। শঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে গোবিন্দ নামে আখ্যায়িত করেছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, 'সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে যাঁর কথা বলা হয়েছে, যিনি বাক্য ও মনের অতীত এবং পরমানন্দ স্বরূপ সদ-গুরু সেই গোবিন্দ নামধারী পরমাত্মাকে আমি প্রণাম করি'। সহজ কথায় বেদান্তবাক্য দ্বারা যাঁকে জানা যায়, তিনিই গোবিন্দ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার উপায় কি? একটি পাত্রে জলের মধ্যে কিছু চিনি রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর চিনি জলে দবীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চিনি ও জলের দ্রবণে চিনিকে দেখা না গেলেও ঐ দ্রবণ পান করে বোঝা যায় যে, এতে চিনি আছে। এভাবে ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করা গেলেও তাঁর অসিত্বত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয়েছে, তা আলোচনা করা যাক। প্রথমত, সব পদার্থের মধ্যেই একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে। যা থেকে কার্য সৃষ্টি হয়, তাই কারণ। কুমার মাটি দিয়ে ঘট তৈরি করে, এখানে মাটি কারণ এবং ঘট কার্য। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, বন প্রভৃতি সবই যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থ অংশের সমষ্টি এবং এর আকার-আকৃতি রয়েছে। তাই যৌগিক পদার্থ মাত্রই কার্য। প্রত্যেক কার্যের একটি কারণ আছে। তাই চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কার্যেরও কারণ আছে। কারণ প্রধানত দুই প্রকার, যথা- উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। যেমন- ঘটের উপাদান কারণ মাটি এবং নিমিত্ত কারণ কুমার। চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির কার্যেরও উপাদান ও নিমিত্ত কারণ থাকবে। পঞ্চভূতই (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ) এদের উপাদান কারণ। তবে এদের নিমিত্ত কারণ কে? চন্দ্র, সূর্য, প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত কারণই ঈশ্বর। দ্বিতীয়ত এ জগতে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বলিউড তারকা হয়েও এরা কেউ ভারতীয় নাগরিক নন!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউড দাঁপিয়ে বেড়ালেও এদের অনেকেই ভারতীয় নাগরিক নন। এখনকার বলিউডের বেশিরভাগ তারকাদের বিদেশের নাগরিত্ব আছে। জেনে নিন, বলিউড তারকা হয়েও যারা ভারতীয় নাগরিক নন:-

দীপিকা পাডুকোন: ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে এই বলিউড তারকার ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে জন্ম হয়েছিল। এখন তাকে তার ভক্তরা ভারতীয় বলেই জানেন। তবের তার ড্যানিশ নাগরিকত্ব রয়েছে। যদিও তিনি বড় হয়েছেন বেঙ্গালুরুতে।

আলিয়া ভাট: মহেশ ভাটের ছোট মেয়ে এবং বলিউডের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট প্রচুর নাম অর্জন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের এই হার্টথ্রব নায়িকা ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার। তবে তার কাছে ভারতের নাগরিকত্ব নেই।

অক্ষয় কুমার: বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে খিলাড়ি কুমার নামে বিশেষ পরিচিত। কানাডা সরকার তাকে সে দেশের নাগরিকত্ব দিতে চাইলে, অক্ষয় তা গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অতিপ্রিয় তারকা, এবং জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ক্যাটরিনা কাইফ: তিনি ১০ বছরের বেশি কাটিয়েছেন ভারতের হিন্দি ছবির জগতে। তা সত্ত্বেও এখনও তিনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট-হোল্ডার। অভিনেত্রীর বাবা কাশ্মিরী। হংকংয়ে জন্মগ্রহণ করেন বলি সুন্দরী। তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব রয়েছে। মায়ের শিকড় থেকে এই নাগরিকত্ব পান তিনি।

নার্গিস ফাকরি: তিনি পাকিস্তানী, এ কথা জানেন প্রায় সকলেই। কিন্তু, 'রকস্টার' খ্যাত এই অভিনেত্রী আসলে মার্কিন নাগরিক। অভিনেত্রীর বাবার পাকিস্তানি ও মা চেক প্রজাতন্ত্রের। তার রয়েচে মার্কিনি নাগরিকত্ব।

জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ: শ্রীলঙ্কার সেরা এই সুন্দরী বর্তমানে বলিউড কাঁপাচ্ছেন। কিন্তু তার নাগরিকত্ব শ্রীলঙ্কার। সংকট আর সমালোচনা যেন পিছুই ছাড়ছে না বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের।

সানি লিওনি: সানি লিওন ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তার কাছে বিদেশের নাগরিকত্ব আছে। তিনি কানাডার নাগরিক। এছাড়াও কাজ করার আগে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় থাকতেন। সুতরাং, তার কাছে আমেরিকান নাগরিকত্বও রয়েছে। অভিনেত্রী ক্যানাডিয়ান-আমেরিকান নাগরিক এবং তার আমেরিকান নাগরিকত্ব রয়েছে।

নোরা ফাতেহি: নোরা ফতেহি টিনসেল টাউনে এখন এক জনপ্রিয় নাম। তার নাচ থেকে শুরু করে ফ্যাশন, প্রতিটা পদে পদে তিনি যেভাবে সকলের নজর কেড়েছেন তা এক কথায় বলতে গেল প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু জানেন কি তিনি ভারতীয় নন। এই তারকার জন্ম ও বেড়ে ওঠা কানাডায়। তাই তার কাছে কানাডার নাগরিকত্ব আছে।

কল্কি কোয়েচিলিন: কল্কি কোয়েচিলিন বাস্তবে ভারতীয় নাগরিক নন। ভারতের পুদুচেরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর কল্কির শৈশবের বড় অংশ কেটেছিল শ্রী অরোভিলে। তার পর তাদের নতুন ঠিকানা হয় তামিলনাড়ুতে উটির কাছে কল্লাত্তি গ্রাম। কিন্তু তার কাছে রয়েছে ফরাসি পাসপোর্ট কারণ তিনি জন্মেছেন ফরাসি অভিভাবকের ঘরে।

এভলিন শর্মা: প্রথম সারির অভিনেত্রীদের মধ্যে না পরলেও এভলিন শর্মা বলিউডের জনপ্রিয় মুখ। সম্প্রতি স্যান ফ্রান্সিস্কোতে আছেন এভলিন শর্মা। ২০১২ সালে ফ্রম সিডনি উইথ লাভ ছবি দিয়ে বলিউডে পা রাখা। তবে বলিউডের এই অভিনেত্রী আসলে জার্মান মডেল। তার বাবা পাঞ্জাবী আর মা জার্মান।

রাসেল আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে: সানি লিওন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওন বর্তমানে স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবার ও তিন সন্তানকে নিয়ে সুখে সংসার কাটালেও এক সময় স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান রাসেল পিটার্সের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। ভারতে আসার আগে যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন রাসেলের সঙ্গে প্রেম করেন সানি। বিচ্ছেদের পর সানিকে নিয়ে নিজের কমেডি শো'তে প্রায়ই ঠাট্টা, মশকরা করে থাকেন রাসেল। রাসেল তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে বলেও জানান সানি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। আমি জানি না এখনো ও সেগুলো করে থাকে কিনা। তবে আমার খারাপ লাগেনি। ওর যা ইচ্ছে ও বলতে পারে, আমার সমস্যা নেই।'

সানি আরও বলেন, যদি সেটা শুনে মানুষ হাসে, তাহলে ঠিক আছে, তারা হাসুক। আমার অসুবিধা নেই। খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পর্কে ছিলেন তারা। অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'ওই সম্পর্কে জড়ানোটা আমার বড় ভুল ছিল'।

এই অভিনেত্রী আরো বলেন, 'আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম, একসঙ্গে অনেক মজা করেছি। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জায়গায় গিয়েছি, যেখানে ও থাকতো নিজের শো-এর কারণে। আমরা দেখা করতাম, মজা করতাম, একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করতাম, ঘুরতাম। এককথায় পাগলামি চলতো আমাদের। হঠাৎ করে ওকে ডেট করে সবটাই ঘটে গেল।'

প্লে-বয় ম্যাগাজিনের প্রেসিডেনট ম্যাট এরিকসনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর দীর্ঘদিনের বন্ধু কমেডিয়ান রাসেল পিটার্স-এর সঙ্গে প্রেম করেন সানি। এরপর সেই সম্পর্ক ভাঙনের পর ড্যানিলেয় ওয়েবারের সঙ্গে দেখা হয় অভিনেত্রীর। ড্যানিয়েলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পর রাসেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের ইতি টানেন সানি।

সালমান-ক্যাটরিনা কত পারিশ্রমিক নিয়েছেন 'টাইগার থ্রি' সিনেমার জন্য?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় তারকা জুটি সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ। এ জুটির বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'টাইগার থ্রি'। গত মে মাসে সিনেমাটি মুক্তির কথা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের ১০ নভেম্বর মুক্তি পাবে এটি।

বহুল চর্চিত এ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ? এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর আলোচনা হচ্ছে।

সিয়াসাত ডটকম জানিয়েছে, সালমান খানের নতুন সিনেমার জন্য চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকেন তার ভক্তরা। পর্দায় তার উপস্থিতি ভক্তদের কাছে অন্যরকম ব্যাপার। স্বাভাবিক কারণে বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতাদের একজন সালমান খান। 'টাইগার থ্রি' সিনেমার জন্য সালমান নিয়েছেন ১০০ কোটি রুপি।

অন্যদিকে ক্যাটরিনা কাইফের ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। রুপালি পর্দায় তারও চাহিদা অনেক। তবে 'টাইগার থ্রি' সিনেমার জন্য ক্যাটরিনা কত টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন তা জানা যায়নি। তবে আইএমডিবির তথ্য অনুসারে, প্রতি সিনেমার জন্য ক্যাটরিনা কাইফ ১৫-২১ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। সুতরাং 'টাইগার থ্রি' সিনেমার জন্য এ পারিশ্রমিক নিয়েছেন ক্যাটরিনা।

'টাইগার থ্রি' সিনেমায় অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখ খানকে। সিনেমাটির অ্যাকশন দৃশ্যে সালমানের সঙ্গে হাজির হবেন শাহরুখ। তাদের অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য প্রযোজক আদিত্য চোপড়া ৩৫ কোটি রুপি ব্যয় করেছেন।

টাইগার সিরিজের আগের দুই সিনেমা 'এক থা টাইগার' এবং 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'-এর মতো নতুন সিনেমাটিতেও সালমানের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে থাকছেন ক্যাটারিনা কাইফ। এটি পরিচালনা করছেন মণীশ শর্মা।

রণবীর সিং ও আলিয়ার 'চুম্বন' দৃশ্য দেখে রণবীর কাপুরের কড়া প্রতিক্রিয়া!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে ঝড় তুলতে চলেছে করণ জোহরের রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি। তার আভাস পাওয়া গিয়েছে, ছবি প্রিমিয়ারের পরই বলিউড সেলিব্রিটিদের নানা রিভিউয়ে কিন্তু এরই মাঝখানে এই ছবির এক দৃশ্য নিয়ে তুমুল শোরগোল। রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি ছবিতে আলিয়া-রণবীরের মধ্যে ভরপুর প্রেম দেখানো হয়েছে। এক দৃশ্যে রয়েছে আলিয়া ও রণবীরের ঠোঁটঠাসা চুমুও। ছবির প্রিমিয়ারেই হাজির ছিলেন আলিয়ার স্বামী রণবীর কাপুর। ছবি শেষে তাকে এই চুমু দৃশ্য নিয়ে জিজ্ঞাস করতেই রণবীরের কড়া প্রতিক্রিয়া, দারুণ ছবি! আর চুমু? রণবীর জানিয়েছেন, রণবীর সিংয়ের সঙ্গে আলিয়ার জুটিটা দারুণ। তা গলি বয় হোক কিংবা রকি-রানি। আমার পুরো ছবিটাই ভাল লেগেছে। নিন্দুকরা বলছেন, ছবি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেও, রণবীর কিন্তু চুমুর দৃশ্য নিয়ে কিচ্ছুটি বলেননি।

প্যারিসে আল হিলাল

কর্মকর্তাদের চরম অপমান করলেন এমবাপে

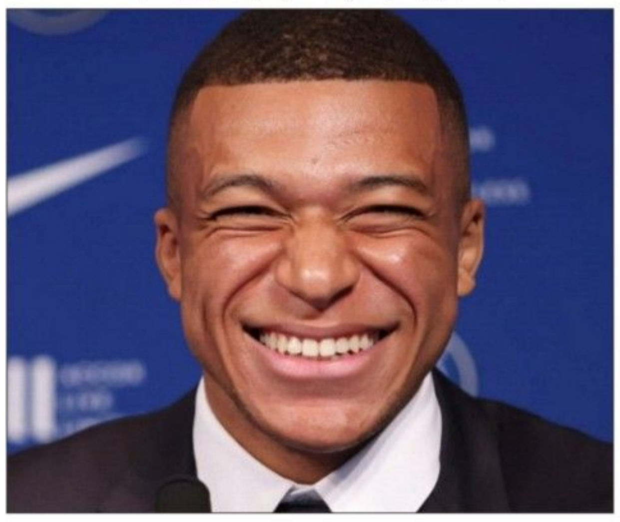

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পিএসজির হয়ে আর চুক্তি বাড়াতে চান না কিলিয়ান এমবাপে। এই বছরের চুক্তি থাকলেও, তিনি আর এই ক্লাবের খেলতে চান না। কিন্তু পিএসজি চায়, এমবাপের চুক্তি বাড়াতে চায়। একটা জটিল অবস্থার মধ্যে রয়েছেন ফরাসি তারকা।

ক্লাব ছাড়তে এমবাপে এতটাই মরিয়া যে, পিএসজির তাকে আটকানোর কোনও যুক্তি খাটছে না। এমবাপের অনিচ্ছা স্বত্ত্বে পিএসজি তাকে জোর করে আটকে রাখতেও চাইছে না। তবে বিনামূল্যেও এমবাপেকে ছাড়তে রাজি নয় তারা। ভালো ট্রান্সফার ফি পেলে ফরাসি তারকাকে ছেড়ে দেবে পিএসজি।

এদিকে পিএসজি ইতিমধ্যে সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলাল থেকে এমবাপের জন্য ৩০০ মিলিয়ন ইউরোর বিড গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এমবাপে নিজে আদৌ সৌদি প্রো লিগে খেলা ক্লাবে যেতে রাজি তো? এমবাপেকে এক বছরের জন্য ৭০০ মিলিয়ন ইউরো বেতন দিতে রাজি আল হিলাল। এমনটাই শোনা গিয়েছে।

এমবাপের সামনে এখন পুরো ক্যারিয়ার পড়ে রয়েছে। জীবনের সেরা ছন্দে আছেন তিনি। তাই আপাতত সৌদির ক্লাবে যেতে এমবাপে আগ্রহী নয় বলেই শোনা গিয়েছে। তিনি ইউরোপের কোনও বড় ক্লাবের হয়েই খেলতে চান। আর তার প্রথম পছন্দ রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনাও এমবাপেকে নিতে আগ্রহী। তবে স্পেনে খেললে রিয়ালেই খেলতে চান ফরাসি তারকা। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ম্যালকমের সঙ্গে চুক্তি করতে প্যারিসে এসেছিলেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের কর্মকর্তারা। ২৪ বছরের উইঙ্গার ম্যালকমের সঙ্গে তারা চার বছরের চুক্তি করেছে।

প্যারিসে থাকার কারণে তারা এই একই সঙ্গে এমবাপের সঙ্গেও আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জানা গিয়েছে, কিলিয়াম এমবাপে আগেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। শুধু খারিজ নয়, আল হিলাল কর্মকর্তাদের চরম অপমান করছেন এমবাপে। দেখাই করেননি আল হিলালের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমবাপের দল বদল নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এই সুযোগে এনবিএ তারকা জিয়ান্নিস এক মজাদার পোস্ট করেছেন টুইটারে। সেই পোস্টে তিনি আল হিলালের কাছে অনুরোধ করেছেন, তাকে সই করানোর জন্য। নিজের একটি সেলফি দিয়ে তার ক্যাপশনে জিয়ান্নিস লেখেন, 'আল হিলাল আমায় দলে নিতে পারে। আমায় কিন্তু কিলিয়ান এমবাপের মতোই দেখতে।' আর কিলিয়ান এমবাপে হাসির ইমোজি দিয়ে এনবিএ তারকার পোস্টটি রিশেয়ার করেন। হয়তো আল হিলালে যাওয়া নিয়ে নিজের আপত্তি এভাবেই প্রকাশ করেছেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি তারকা।

এইসবের মধ্যেই আবার জানা গিয়েছে, পিএসজির রিজার্ভ দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করেছেন এমবাপে। ইএসপিএন তাদের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই লিখেছে। নতুন কোচ লুইস এনরিকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নেই যে সব খেলোয়াড়, তাদের সঙ্গে প্যারিসে অনুশীলন করছেন এমবাপে।

ভারতীয় দল নিয়ে এমন দুশ্চিন্তা

কখনও আশা করেননি রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়া একটি দলের বিরুদ্ধে যে দাপটের সঙ্গে জেতার কথা ছিল, ভারত প্রায় সেই ভাবেই জিতল। প্রথমে বল করে ওয়েস্ট ইন্দিজকে ১১৪ রানে অলআউট করে দেন ভারতীয় বোলারেরা। ৫০ ওভারের ম্যাচে ১১৫ রান ছিল যথেষ্ট সহজ লক্ষ্য। তাই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের শুরুতে নামাতে চায়নি ভারত। তরুণদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ১১৫ রান তুলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নামতে হল রোহিতকে। পাঁচ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতলো ভারত।

বৃহস্পতিবার টস জিতে রোহিত প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে নিয়ে চিন্তা করার মতো কারণ ছিল না, রোহিত করেনওনি। দলকে দেখে নেওয়ার সব থেকে ভাল সুযোগ এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। প্রতিপক্ষে এমন কোনও ক্রিকেটার নেই, যিনি ভারতকে চিন্তায় ফেলতে পারেন। তাদের বিরুদ্ধেই তো দলকে দেখে নেওয়া যায়। সুযোগ ছিল, সুযোগ দেওয়াও হল। কিন্তু তরুণ ব্যাটারেরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন কই?

শুরুটা দাপটের সঙ্গেই করেছিল ভারত। হার্দিক পান্ডিয়া এবং অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা মুকেশ কুমার নতুন বলে উইকেট এনে দেন। শার্দূল ঠাকুর একটি উইকেট নেন। ৪৫ রানের মধ্যে তিন উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বোঝা গিয়েছিল খুব বেশি রান তাদের পক্ষে তোলা সম্ভব হবে না। তবুও ক্যারিবিয়ান দলের আশা ছিল অধিনায়ক সাই হোপ এবং এক বছর পর দলে ফেরা শিমরন হেটমেয়ারের উপর। কিন্তু তাদের জুটি ছিল মাত্র ৪৩ রানের। রবীন্দ্র জাডেজার বলে ১১ রান করে আউট হন আইপিএলে নজর কাড়া হেটমেয়ার। তার পরেই ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ে ধ্বস নামে। হোপ ৪৩ রান করলেও তা লজ্জা ঢাকার মতো ছিল না। কুলদীপ তিন ওভার বল করে চারটি উইকেট নেন। বিশ্বকাপের আগে এই পারফরম্যান্স ভারতের বাঁহাতি স্পিনারকে দলে নিজের জায়গা পাকা করতে সাহায্য করবে। অন্য দিকে জাডেজা নেন তিনটি উইকেট। এক সময় কুলদীপ এবং যুজবেন্দ্র চহালের জুটিকে 'কুল-চা' বলা হত। এখন জাডেজার সঙ্গে জুটি বেঁধে যে স্পিন আক্রমণ তৈরি করেছেন কুলদীপ, তাতে 'কুল-জা' জুটি ভারতীয় দলের শক্তি হয়ে উঠতেই পারে।

যশপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি এবং মোহাম্মদ সিরাজকে বাদ দিয়েও ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখাল তা নিশ্চিন্ত করবে রোহিতকে। কিন্তু ব্যাটিং! যে ভাবে সুইপ মারতে গিয়ে সূর্যকুমার যাদব আউট হলেন, সেটা যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

গুডাকেশ মতির বলে সুইপ করতে গিয়ে এলবিডব্লিউ হন সূর্য। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পর পর তিনটি ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর এই প্রথম ভারতের হয়ে এক দিনের ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন তিনি। লোকেশ রাহুল এবং শ্রেয়াস আয়ার চোটের কারণে নেই। সেই জায়গায় সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারলেন না সূর্য। একটি বলে সুইপ মারতে গিয়ে এলবিডব্লিউ হচ্ছিলেন। আম্পায়ার আউট দেননি। ঠিক তার পরের বলেই একই রকম ভাবে সুইপ মারতে গেলেন তিনি। এমন সিদ্ধান্ত অবাক করার মতোই।

মাত্র ১১৫ রানের লক্ষ্য থাকায় রোহিত ওপেন করতে নামেননি। শুভমন গিল এবং ঈশান কিশানকে পাঠিয়েছিলেন। ঈশান ৫২ রান করলেও শুভমন মাত্র সাত রানে আউট হন। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খেলতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ দিলেন তিনি। তিন নম্বরে বিরাটও নামেননি। তার জায়গায় নেমেছিলেন সূর্যকুমার। হতাশ করলেন তিনি। চার নম্বরে নামা হার্দিক দুর্ভাগ্যের শিকার। ঈশানের মারা বল ক্যাচ ধরতে গিয়েছিলেন বোলার ইয়ানিক কারিয়া। ধরতে পারেননি কিন্তু তার হাতে লেগে বল নন স্ট্রাইকারের দিকের উইকেট ভেঙে দেয়। হার্দিক ফেরার চেষ্টা করলেও ব্যাট মাটিতে ঠেকাতে পারেননি। আউট হয়ে যান মাত্র পাঁচ রান করে। সুযোগ চলে আসে শার্দূল ঠাকুরের কাছে। কিন্তু পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মাত্র এক রান করে আউট হন তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্যাট করতে নামতেই হয় রোহিতকে। তিনি এবং জাডেজা ম্যাচ শেষ করেন। কিন্তু ১১৫ রান তুলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও যে ভারতকে পাঁচ উইকেট হারাতে হবে সেটা আশা করা যায়নি। ১১৫ রান তুলতে ভারত নিল ২২.৫ ওভার। টি-২০ ক্রিকেটে ঝড় তোলা শুভমন, ঈশান, সূর্যকুমাররা দলে থাকতেও যে এতগুলি ওভার ভারতকে খেলতে হবে সেটা সত্যিই আশা করা যায়নি। আগামী ম্যাচে এই চিন্তা দূর করার পরীক্ষা থাকবে ভারতের। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই সিরিজে আদৌ কোনও পরীক্ষা নিতে পারবে কি না সেই প্রশ্ন থাকবে।

বিশ্বকাপ ম্যাচের দিন পরিবর্তন হবে,

জানালেন জয় শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বদলে যেতে পারে বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের দিন। সেই কথা নিশ্চিত করলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ। শুধু ভারত-পাকিস্তান নয়, আরও কিছু ম্যাচের দিন পরিবর্তন হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিন পাল্টালেও ওই ম্যাচ আমদাবাদেই হবে বলে জানিয়েছেন জয় শাহ। ১৫ অক্টোবর নবরাত্রি উৎসব রয়েছে। সেই কারণেই ওই দিন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করা মুশকিল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই অন্য কোনও দিন ওই ম্যাচ হতে পারে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছাড়াও আরও কয়েকটি ম্যাচের দিন বদলাতে পারে। কারণ, জয় শাহ জানিয়েছেন, তিনটি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সূচি নিয়ে আপত্তি আছে। সে কথা তারা জানিয়েছে। সেই তিনটি দেশের ম্যাচের দিন বদলাতে পারে। তবে কোন তিনটি দেশ সূচি বদলের আবেদন জানিয়েছে, তা জানাননি ভারতীয় বোর্ড সচিব।

বিশ্বকাপের ম্যাচের দিন বদল মুশকিলে ফেলতে পারে সমর্থকদের। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ম্যাচ দেখতে যাওয়ার জন্য হোটেল বুকিং করে ফেলেছেন দর্শকেরা। যাতায়াতের টিকিটও কেটে ফেলেছেন অনেকে। তাদের সমস্যা হতে পারে। ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ।

টি-২০ বিশ্বকাপের

যোগ্যতা অর্জন করলো নতুন দেশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পরের টি-২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল আয়ারল্যান্ড।

স্কটল্যান্ডের পর ইউরোপের গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে বিশ্বকাপে খেলতে চলেছে তারা। বৃহস্পতিবার জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল আয়ারল্যান্ডের। সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পরেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের।

আঞ্চলিক ফাইনালে আগের ম্যাচগুলিতে ইটালি, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং জার্সিকে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আর এক পয়েন্ট দরকার ছিল তাদের। বৃষ্টিতে এ দিনের ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় দুই দলই এক পয়েন্ট করে পায়। তাতেই আয়ারল্যান্ডের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়ে যায়। এখনও একটি ম্যাচ বাকি আয়ারল্যান্ডের। ২৮ জুলাই স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং বলেন, "মাঠে নেমে ম্যাচ জিতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে ভাল থাকত। কিন্তু বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করার যে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তা পূরণ করতে পেরেছি। স্কটল্যান্ডে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলার আগে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। সেটা করতে পেরেছি।"

পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০টি দল খেলবে। র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে থাকা দল ইতিমধ্যেই যোগ্যতা অর্জন করেছে। আয়োজক হিসাবে খেলবে আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজও। বাকি দলগুলি যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলবে।

এই রেকর্ড গড়লেই

শচীন-পন্টিং-সাঙ্গাকারা-জয়সূরিয়াকে ছাড়িয়ে যাবেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনবরত রেকর্ড গড়েই চলেছেন বিরাট কোহলি। আর একইসঙ্গে তিনি ভেঙে চলেছেন একাধিক রেকর্ড। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে বিরাট কোহলির সামনে সুযোগ থাকছে শচীন টেন্ডুলকারের আরও এক রেকর্ড ভাঙার। কী সেই রেকর্ড?

সাবেক ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ওডিআই ক্রিকেটে শচীনের যে রেকর্ড ভাঙতে চলেছেন তা হল ওডিআই ক্রিকেটে দ্রুততম ১৩ হাজার রান করা। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন। ওডিআই ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুত ১৩ হাজার রান করতে শচীনের লেগেছিল ৩২১ ইনিংস। সেখানে বিরাট ২৬৫তম ইনিংসে পরই সেই রেকর্ডের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। এখনও অবধি ওডিআই ক্রিকেটে ২৬৫ ইনিংসে ১২ হাজার ৮৯৮ রান করেছেন বিরাট। ওডিআইতে ১৩ হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করার জন্য বিরাটকে এখনও করতে হবে ১০২ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের আসন্ন ওডিআই সিরিজে এই মাইলস্টোন স্পর্শ করে ফেলতে পারেন কোহলি। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দ্রুততম ১৩ হাজার রান করা ক্রিকেটারদের তালিকায় রয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, কুমার সাঙ্গাকারা ও সনৎ জয়সূরিয়া।

তবে এই চার কিংবদন্তি ওডিআইতে ১৩ হাজার রান পূর্ণ করতে বিরাট কোহলির থেকে বেশি ইনিংস নিয়ে ছিলেন। শচীন ৩২১ ইনিংসে, পন্টিং ৩৪১ ইনিংসে, সাঙ্গাকারা ৩৬৩ ইনিংসে ও জয়সূরিয়া করেন ৪১৬ ইনিংস খেলে ১৩ হাজার রান পূর্ণ করেন।

দীপক চাহারের অবিশ্বাস্য রেকর্ড ভেঙে দিলেন অখ্যাত বোলার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মালয়েশিয়ার সায়াজরুল ইদ্রুস, এই নামের সঙ্গে কেউই পরিচিত নন। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সেরা বোলিং ফিগারের মালিক এখন থেকে যে তিনিই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বোলার হিসেবে টি-২০ ফরম্যাটে সাত-সাতটি উইকেট নেন ইদ্রুস। খরচ করেন ৮ রান। একটা ম্যাচ রাতারাতি অখ্যাত থেকে বিখ্যাত করে দিল ইদ্রুসকে। টি-২০ বিশ্বকাপে এশিয়া পর্বের (বি) বাছাইপর্বে ম্যাচটা ছিল চীন ও মালয়েশিয়ার। সেই ম্যাচে চীনের সাত ব্যাটসম্যানকে বোল্ড করেন ইদ্রুস। সাত উইকেট নেওয়ায় ইদ্রুস নজির গড়লেন। সেই সাথে দীপক চাহারের অবিশ্বাস্য রেকর্ড ভেঙে দিলেন অখ্যাত বোলার।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে চীন। একসময়ে বিনা উইকেটে ১২ রান ছিল চীনের। এরপরই কাহানি মে টুইস্ট। ইদ্রুসের সাত উইকেটে ভেঙে পড়ে চীনের ব্যাটিং। ২৩ রানে শেষ হয়ে যায় চীন। আর এই রান তাড়া করতে নেমে ৪.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে মালয়েশিয়া ম্যাচ জিতে নেয়।

ইদ্রুসের আগে ২০২১ সালে সিয়েরা লিওনের বিরুদ্ধে ৫ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন পিটার আহো। তার আগে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৭ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন দীপক চাহার। ৬ উইকেট আছে স্পিনার অজন্তা মেন্ডিসেরও কিন্তু টি-২০ ফরম্যাটে সাত উইকেটের মালিক ইদ্রুস ছাড়া আর কারও নাই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR